সুন্দরের জন্য

জাফর আহমেদ চৌধুরী

সুন্দরের জন্য

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সুন্দরের জন্য

জাফর আহমেদ চৌধুরী

www.pathagar.com

প্রথম সংস্করণ ঃ
ফেব্রুয়ারি ২০০২

২য় সংস্করণ ঃ
মার্চ ২০০২

গ্রন্থস্বত্ব লেখকের

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ লেখকের
প্রচ্ছদ অংকন ঃ দুলাল গাইন

মুদ্রণ ও প্রকাশনা ঃ
কোরায়শী প্রাঙ্গণ
সি.কে.ঘোষ রোড
ময়মনসিংহ

গ্রাফিক্স ঃ
কল্পনা কম্পিউটার্স

বিনিময়
৫০ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার প্রিয় ময়মনসিংহবাসীকে

www.pathagar.com

ভূমিকা

জাফর আহমেদ চৌধুরী গত জুলাই ২০০১-এ যখন ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক হয়ে আসলেন তখন তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মেলা-মেশা দেখে একটা আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম। সফলভাবে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি উত্তরণের পর ময়মনসিংহ শিল্পকলা একাডেমীতে সুধীমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে লেখা তাঁর কবিতা শুনে কিছুটা সংশয় অনুভব করেছিলাম। পরে প্রেসক্লাবে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মোৎসবে আমার পাশে বসে খস্ খস্ করে কি যেন লিখছিলেন। জানতে চাইলে বলেন, 'একটি কবিতা' এবং সভাপতির ভাষণে তিনি তা পাঠও করলেন। অভিভূত হলাম তাঁর ছন্দময়তায়, ময়মনসিংহের চিত্র থাকায় আর নজরুল-রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে সঠিক উপমা টানায় (স্মরণ কবিতা দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন সুধী সমাবেশে তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। হতবাক হয়ে ময়মনসিংহের দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ১লা ফেব্রুয়ারী ২০০২ থেকে প্রকাশিত তাঁর কবিতাগুলো তন্ময় হয়ে পড়ছি। প্রতিটি কবিতার উপমা, অলংকার ও শব্দ চয়ন আমাকে মুগ্ধ করেছে। প্রতিটি কবিতার বাণী এক একটি উপকাব্য। তার কবিতায় প্রকৃতি আছে, নারী আছে, প্রেম আছে, রোমাঞ্চ আছে, শোক আছে ও আশাবাদ আছে। সাধারণতঃ একজন কবির মাঝে এতকিছুর সংমিশ্রণ দেখা যায় না। সর্বোপরি ময়মনসিংহবাসীকে তিনি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে রাখলেন তাঁর কবিতায়। সুধীমন্ডলী, ময়মনসিংহ, চিরঞ্জীব ব্রহ্মপুত্র, শীলা ও ব্রহ্মপুত্র, স্মরণে এবং শহর ময়মনসিংহে ইত্যাদি কবিতায় ময়মনসিংহের স্বীয় স্বত্ত্বাগুলো তিনি চিত্রিত করেছেন। এ চিত্রণ শতবর্ষ পরেও গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে।

মানব চরিত্র চিত্রণে তাঁর "বহুরূপী" কবিতা সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার অনুপম চিত্র। সমাজ বিনির্মাণে আশাবাদের স্বপ্ন ব্যক্ত হয়েছে তাঁর শপথ, সংকীর্ণতা নয়, হে পথিক, হাতছানি, একজন মানুষ চাই, এগিয়ে চল ও নির্মল প্রেম আছে, শিলা ও ব্রহ্মপুত্র, প্রেমের ভাষা, বৃষ্টি শেষে, শীত, গ্রীষ্ম ও ফাল্গুন কবিতায়।

www.pathagar.com

এগুলোর মাঝে সময় ও ঋতুর বর্ণনাও সাবলীল। একুশ নিয়ে আমাদের বাংলা সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ। জনাব জাফর আহমেদ চৌধুরীর জন্যে আমার বর্ণমালা, বাংলা আমার বাংলা, একুশ, একুশ ও অতঃপর ও শহীদ স্মরণে কবিতাগুলো একুশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে বলে মনে করি। কবিদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু আশা করি। তার পরেও বিশ্ব সাহিত্য সভায় সকল কবিদের শেষ দেখা যায় সুন্দরে পূজায় ও স্রষ্টা বিশ্বাসে। কবি জাফরের "সুন্দরের জন্য" এবং "সর্বত্র আমি" তাঁর লেখাকে অনেক উচুঁদরে পৌছিয়েছে বলে আমার ধারণা।

আমলা হিসেবে হৃদয়ে তাঁর ছোয়া লেগেছে নথি-পত্র কবিতায়। তাঁর সাথে আলাপচারিতায় জানা যায় "স্বপ্ননীড়ে" তিনি তাঁর গ্রামের বাড়ীর কথা এবং "আমার বাগান" কবিতায় ময়মনসিংহের ডি,সির বাসভবনের কথা তুলে ধরেছেন। সংখ্যার দিক থেকে অল্প কিছু কবিতার এত স্বল্প সীমানায় এত অধিক ক্ষেত্রে বিচরণ একজন কবির পক্ষেই সম্ভব। তাঁর পেশাধর্মী অনেক প্রকাশনাও রয়েছে। আমি ময়মনসিংহবাসীর পক্ষে তাঁর লেখনী প্রতিভা অব্যাহত রাখার অনুরোধ করব। অনেক কাজের মাধ্যমে ময়মনসিংহবাসীর মাঝে তিনি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবেন। তবে সুন্দরের জন্য কাব্যগ্রন্থ তাঁকে ময়মনসিংহের সাহিত্যমোদীদের কাছে চির অম্লান করে রাখবে বলে আমার মনে হয়। দেশের বিশেষ করে ময়মনসিংহের সাহিত্যামোদীদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে জাফর চৌধুরীর সুন্দরের জন্য কাব্য গ্রন্থটি একটি সম্পদ হয়ে থাকবে। নিসর্গ মনস্ক রোমান্টিক চেতনাপ্লাবী এ কবি তাঁর সমস্ত সৌন্দর্যশীল প্রভা ও বৈভবে দিপ্যমান হলেন সুবর্ণ জয়ন্তীর এই কবিতা কাননে।

প্রদীপ কুমার বিশ্বাস

তারিখ ঃ ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০২

অধ্যাপক প্রদীপ কুমার বিশ্বাস
ময়মনসিংহ।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

সুন্দরের জন্য-৯ ❖ শপথ-১০ ❖ সুধীমন্ডলী-১১ ❖ সংকীর্ণতা নয়-১২
সর্বত্র আমি-১৩ ❖ স্বপ্ন-নীড়-১৪ ❖ বহুরূপী-১৫ ❖ হে পথিক-১৬ ❖ নথি-পত্র-১৭
ময়মনসিংহ-১৮ ❖ চিরঞ্জীব ব্রহ্মপুত্র-১৯ ❖ শীলা ও ব্রহ্মপুত্র-২০ ❖ প্রেমের ভাষা-২১
আমার বাগান-২২ ❖ স্মরণ-২৩ ❖ কবিদের আসর-২৪ ❖ গ্রীষ্ম-২৫ ❖ শীত-২৬
ফাল্গুন-২৭ ❖ হাতছানি-২৮ ❖ বাংলা আমার বাংলা-২৯ ❖ জন্মে আমার বর্ণমালা-৩০
শহীদ স্মরণে-৩১ ❖ প্রত্যাশা-৩২ ❖ একুশ-৩৩ ❖ একুশ ও অতঃপর-৩৪
শহর ময়মনসিংহ-৩৫ ❖ হরিণ চোখ-৩৬ ❖ প্রাণের সঞ্চার-৩৭ ❖ স্পষ্ট ভাষণ-৩৮
এগিয়ে চল-৩৯ ❖ একজন মানুষ চাই-৪০

www.pathagar.com

সুন্দরের জন্য

কবি হওয়ার জন্য
কবিতা লিখিনা-
লেখক হওয়ার জন্য
কোন লেখা লিখিনা।

শুধুই আপনার জন্য
আপন ভুবনে-
মধুর তৃপ্তির জন্য
ঘুরি মানস সরোবরে।

মলিন চেহারা আর অর্ধনগ্ন
শিশুগুলোর দিকে চেয়ে,
নিজ হৃদয় বিগলিত হলে
আমার কবিতা তখন বাঁধভাঙ্গা
জোয়ারের মতো
আসে বেরিয়ে।

অনাচার অন্যায়-
যখন ভাসে চোখের সামনে
মন উতলা হয়,
লিখা হয় অনেক কিছু কাগজে কলমে।

সুন্দর যখন দেখি
হই তার পূজারী-
কালি, কলম, মন
করে তারই গুজারী ॥

www.pathagar.com

শপথ

স্বপ্ন দেখি আমরা-
রৌদ্র করোজ্জ্বল এক সোনালী প্রভাতের।
কেটে যাবে- অমানিশার অন্ধকার
দৃশ্যমান হতাশার দেয়াল ভাঙ্গবে
হবে অন্যায়ের প্রতিকার।

আশার পাঁপড়িগুলো-
এসে যাবে নাগালের মাঝে...
পদ্ম ফুটানোর স্বপ্ন
প্রিয়ার কাল চোখে,
নিরন্ন পেয়ে যাবে দুবেলা অন্ন।

শিশুর মুখে বেহেশতের হাসি
মায়ের নিশ্চিত নিদ্রা-
মেনে চলা ন্যায়ের পথ;
সকলের হওয়া উচিৎ
আজ এই দৃপ্ত শপথ।

www.pathagar.com

সুধীমণ্ডলী

কবিতা লিখতাম,
যখন চঞ্চলা হরিণীর বক্র চাহনী
আকাশের প্রথম চাঁদের মত
আকর্ষণ করত,
জানালার ফাঁক দিয়ে
পাখির বাসার মত
ডাগর দু'টি চোখ উঁকি দিত।

সম্মানিত সভাপতি,
কবিতা এখন লিখিনা কারণ,
ফৌজদারী কার্যবিধি,
দন্ডবিধি আর জনপ্রশাসন,
মানুষের দাবী দাওয়া
অনেক প্রত্যাশা আর অনুশাসন।

সুধীমন্ডলী,
তবুও গদ্য হয়ে উঠে ছন্দময়,
যখন ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ের
মহুয়া মলুয়াদের দেখি
নদীর স্রোতের মত বাঙময়।

গদ্য পদ্য হয়ে যায়
কবিতা বলতে ইচ্ছে করে
যখন গুণীজনদের সংবর্ধনা হয়
স্মৃতি কথায় অর্পণ করা হয় শ্রদ্ধার্ঘ।

গুণীজনদের শেষ নেই, বিদায়ও নেই
তাঁরা বেচে থাকবেন তাঁদের সৃষ্ট
আগামী প্রজন্মের মাঝে,
গুণীজনদের তাই শ্রদ্ধা জানাই।

সম্মানিত সুধীজন,
আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

*ময়মনসিংহে শিল্পকলা একাডেমীতে গুণীজন সংবর্ধনা ও বিদায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ হিসাবে পঠিত।

www.pathagar.com

সংকীর্ণতা নয়

দুয়ার খুলে দাও।
মুক্ত বাতাস আসুক
সুবাসিত হোক কক্ষ খানি।
দুয়ারগুলো খোলা থাক-
নির্মল হোক পুরো ঘরখানি।

কলুষতা-গ্লানি যাক কেটে,
জীবন তো হতেই হবে মধুময়।
বসবাসে আমরা হবো
মানবিক-প্রীতিময়।

সংকীর্ণতা নয়
হৃদয় কর উদার
উন্মুক্ত হবে সকল বাঁধন
প্রশান্তিতে হবো একাকার।

www.pathagar.com

সর্বত্র আমি

এইতো আমি।
হন্যে হয়ে খোঁজ নেয়ার কি প্রয়োজন?
দিকবিদিক জ্ঞনশূন্য হয়ে
ভূলুণ্ঠিত করে সবকিছু হয়ে আনমন।

আমি কুলহারা মহাসমুদ্রে
বিরাজমান শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যানীতে
নীল আকাশের সহস্র তারায়-
বিস্তীর্ণ দুনিয়ার বেলাভূমিতে।

সবকিছু অস্বীকার করে
সংসার ত্যাগী বাউল সন্ন্যাসী সেজে
ভাবছ পাবে আমায়
জ্ঞানশুন্য দৌড়ে, অশ্ব-তেজে!

মনি-মুক্তা পাওয়ার আশায়
ছুটেছ রূপকথার স্বপ্নরাজ্যে
দলিয়া তব পায়
অন্ধের মত নির্মিলিত চোখে।

কল্পনা বিলাসের প্রায়োজন নেই
নাও সবকিছু স্বাভাবিকে
কলব খুলে দাও
দেখবে বিরাজি আমি সর্বদিকে।

www.pathagar.com

স্বপ্ন-নীড়

আমার স্বপ্ন নীড়ে
বন্ধু এসো একবার।
অট্টালিকা নয়, প্রাসাদ নয়-
তবুও তোমার ইচ্ছে করবে
আসতে বার বার।

চারিদিকে সবুজ বৃক্ষরাজি
সামনে একটা পুকুর,
ঘাটে বসে গা এলিয়ে
কাটবে তোমার
ঘুঘু ডাকা দুপুর।

বাগানে আছে
হাস্নাহেনা, গোলাপ, রজনীগন্ধা,
ঘাসের মখমলে গড়াবে
রোমাঞ্চিত দেহ-মনে কাটবে
সুরভিত বাসন্তি সন্ধ্যা।

চাঁদনি রাতে উড়বে
সাদা মেঘের ভেলায় এদিক ওদিক,
উদাস মনে আকাশ ঘুরে
সম্মুখে নারকেল পাতায় দেখবে
আলোর হাসি ঝিকমিক।।

www.pathagar.com

বহুরূপী

তুমি বহুরূপী
সকালে বিকালে বদলায় রূপ
মানুষ তোমাকে দেখে-
বুঝতে পারেনা তোমার স্ব-রূপ।

তুমি যা বল তা করনা
যা কর তা বলনা
মানুষ ধাঁধাঁয় থাকে
তোমাকে নিয়ে করে শুধু কল্পনা।

কল্পনা আর আলোচনায়-
মানুষ বুঝে যায় চুপিচুপি,
তুমি আসল নও, নকল-
শয়তান, বহুরূপী।

www.pathagar.com

হে পথিক

হে পথিক, উঠো জেগে
যেতে হবে বহুদূর,
ক্লান্তি-শ্রান্তি ঝেড়ে ফেলে
এগুতে হবে পথ থেকে পথে
সফলতা এখনো সু-দূর।

তোমার পিছনে আছে
অগণিত মজলুম,
তোমার মাথায় আছে
সিন্দাবাদের তাজ-
চল এগিয়ে হরদম।

তোমার পদচারণায়
ধরিত্রী হবে চঞ্চল,
তোমার কল্যাণকামী নেতৃত্বে
মানুষ পাবে সুখ
হবে সবাইর মঙ্গল।

www.pathagar.com

নথি-পত্র

নথি, নোট, পত্রালাপ-
বিরহ-যাতনা এখানেও আছে,
মজলুমের আর্তনাদ,
ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা
এখানে আকুতি-মিনতি করে।

দেরী হলে-
বিরহিনীর মন করে আনচান,
বেদনার সুরে বলে
তুমি ভুলিলেও পিছু আছি
আহত আমার মন-প্রাণ।

কিছু আছে-
হয়তবা সারবত্তাহীন,
অধিক বেশী তার
হৃদয় ছোঁয়া প্রত্যাশা,
সমাধানে কর বিরহ বিলীন।

www.pathagar.com

ময়মনসিংহ

অবারিত মাঠ
সবুজের সমারোহ
প্রাণ জুড়ানো ধনধান্যে
জেলা ময়মনসিংহ।

মহিষ যায় না দেখা
অগণিত ছিল কোনদিন
সোনালী পাটের অহংকার
এখন হয়েছে বিলীন।

ব্রহ্মপুত্র হারিয়েছে
বাজপুত্রের বিলাস
ক্ষীরু শীলা হারিয়েছে
জমকাল বহির্বাস।

মুক্তাগাছায় নেই জমিদার
আছে ভাঙ্গা বাড়ী
শহরের টি,টি কলেজ
ছিল রাজবাড়ী।

কাঠের বাড়ীতে এখন
সোনালী ব্যাংক
শহরে নাই কোন
বড় বড় ট্যাংক।

ডি এম সাহেব আছে বটে
নিয়ে কিছু ঠাঁট
কত আগে ক্ষমতা তার
হয়ে গেছে বাট।

নান্দাইলের কাঁচা গোল্লা
গফরগাঁয়ের বেগুন
ফুলপুরে ধানক্ষেত
হালুয়াঘাটের সেগুন।

ত্রিশালে নজরুল স্মৃতি
ভালুকাতে জমি
ঈশ্বরগঞ্জে বড় মাদ্রাসা
গৌরীপুরে জমিদার-ভূমি।

ধোবাউড়ার রাস্তা খারাপ
ইট বিছানো নাই
ফুলবাড়ীয়ার কয়টি ইউনিয়নের
অবস্থাও তাই।

ময়মনসিংহের মালাইকারী
খাও গন্ডা গন্ডা
পছন্দ করে সবাই
মুক্তাগাছার মন্ডা।

www.pathagar.com

চিরঞ্জীব ব্রহ্মপুত্র

ব্রহ্মপুত্র এখন শীর্ণকায়
যৌবন বিগত রুগ্ন বৃদ্ধের মত
শীর্ণকায় ছিপছিপে গড়ন
চাঁদ মুখে দুর্ভিক্ষের আগ্রাসন।

দু'পাড় এখন আক্রান্ত,
একাধিক ভিলেন কর্তৃক দখলের চেষ্টা।
তবুও শীত সকালে কুয়াশার কাফন
করে ব্রহ্মপুত্রকে আচ্ছাদিত।

ভোরে বিভিন্ন বয়সী লোকেরা
তার পাড় দিয়ে হাঁটে
মুক্ত বাতাস
করে অবগাহন।

বিকেলে কিশোর-কিশোরীর কলকাকলী
মুখরিত করে, আন্দোলিত করে
এক কালের অনন্ত যৌবন
তাগড়া ব্রহ্মপুত্রকে।

মাঝি এখনও নৌকা বায়
দুর দুরান্তে নায়রী নেয়ার জন্য নয়
শুধু ক্ষণিকের আনন্দ দেয়ার জন্য
যুবক যুবতীদের।

ব্রহ্মপুত্র আছে,
ভিলেনের আক্রমণ
প্রতিহত করা গেলে
ব্রহ্মপুত্র থাকবে চিরঞ্জীব।

www.pathagar.com

শীলা ও ব্রহ্মপুত্র

তীর্থের কাক
প্রেমিকের অপেক্ষা
ঐ কাশবন ধারে,
নদীর কলকাকলি স্রোতধারা
ঢিব ঢিব করে
প্রেয়সীর ভীরু হৃদয়ে বাজে।

"এত দেরী কেন" ?
প্রেমিকের প্রশ্নবাণে
অনুভব করে ঈষৎ জ্বর,
চারিদিক তাকিয়ে ভীরু হরিণী
আস্তে আস্তে বলে,
করে মোর কিছু ডর।

হাতের ছোঁয়ায়
মৃদু কেঁপে উঠে
প্রেয়সি শীলার জল,
কাছে থেকে বুকে নিতে না পেরে
নায়ক ব্রহ্মপুত্রের
চোখ হয় ছল্‌ছল্‌।

www.pathagar.com

প্রেমের ভাষা

শুধু কল্পনা নয়
এটি প্রেম, এটি ভালবাসা।
ভূবণ জুড়ানো হাসি
কপোলের দু'টি টোল-
আলতো করে চুমু খাওয়া।

সবুজের সমারোহ
সারাদেহে অগণিত স্রোতধারা।
উদার আকাশে সাদা মেঘ,
রুক্ষতা দূরীকরণে
এখনি শরীরটা ভিজিয়ে দিবে ফাল্গুধারা..

সতেজ সজীব হয়ে,
প্রশান্তিতে বলবে, এ আমার ভালবাসা।
শান্তি পেয়েছি, তৃপ্ত হয়েছি
বিলিয়ে দিয়ে সব কিছু-
বুঝাতে পেরেছি আমার ভাষা।

www.pathagar.com

আমার বাগান

আমার বাগানে এখন
যদি কোন সুন্দরী আসে,
সে অভিভূত হবে।
বিহ্বল হবে তার কোমল হৃদয়-
প্রজাপতির মত ডানা মেলে
এ ফুল থেকে ঐ ফুলে ঘুরে ঘুরে
আঁখি হবে তন্দ্রাময়।

নগরীর কোন স্মার্ট লেডি
টক টকে লাল লিপষ্টিক লাগিয়ে
যদি আসে মোর বাগানে
লাল আভা ছড়াতে-
বাগানের প্রস্ফুটিত লাল ডালিয়া তখন
মেহেরুন্নেছার মতই জাহাংগীরের চোখ
দিবে ঝলসিয়ে।

যদিও বা কোন নয়নলোভা রমণী
হলুদ, সাদা আর লালের মিশ্রিত সাজে
চমকে দেয়ার বাসনায়
আসে মোর বাগানে-
গোলাপ, ডালিয়া, ডেইজিসহ রকমারী ফুল
উপহাসের হাসি
দিবে ছড়িয়ে নয়নলোভার চোখে।

হরিণ নয়ণা যদি কেউ
অপরূপ বেশে
হঠাৎ সামনে দাঁড়িয়ে বলে,
বল, আমি সুন্দর-
মৃদু হাসির ছলনায়
মুখে কিছু না বলে বুঝিয়ে দেব
বাগানটি সুন্দর।

www.pathagar.com

স্মরণ

শেষ ভাদ্রের সদ্যস্নাত অপরূপার মত
বৃষ্টি ভেজা শেষ বিকেলে
নজরুল স্মৃতি বিজড়িত ত্রিশালের
কাজীর শিমলা ঘুরে এসে
আশ্বিনের আগমনী বার্তা এসেছি নিয়ে।
শ্রদ্ধেয় সভাপতি ও সুধী মন্ডলী,
আনোয়ার, সালিম, হাফিজ আর সাত্তারের
রসময় আলোচনা
এবং
প্রদীপ বাবুর অলংকারিক রসসিক্ত
রোমান্টিকতার চরম মুহূর্তে
হঠাৎ করে এসে আবির্ভূত হয়েছি
ধূমকেতুর মত।
মার্জনা পাওয়ার জন্য তাই
পাঠ করছি একটি কবিতা-

সাহিত্যের নক্ষত্র, তুমি রবি-
সকল গ্রহ চারিদিকে ঘুরে
তুমি হলে জ্ঞানের ছবি।
নজরুল সেতো অগ্রপথিক,
মহাকাশের ধূমকেতু,
পূর্ণতা লাভ করেছে
গড়ে উঠেছে সাহিত্যের মহাসেতু।
চির শাশ্বত সৌন্দর্য ছিল-দু'জনেই কবি
যাদের লেখার অন্তর্নিহিত শক্তি
দিগন্ত ছাড়িয়েছে
তাইতো তারা হয়েছে
মানুষের কবি, বিশ্বকবি।
মানুষের কথা, প্রকৃতির বর্ণনা
আর স্বাধীনতার বাণী প্রচার করে
মহান স্রষ্টার কাছে
আত্মিক আত্মসমর্পণে,
বিশ্ব সাহিত্যে তারা করে নিয়েছেন স্থান
বিশ্ব সভায় তাই তাঁরা মহান কবি-
বিশ্ব সভায় তাই তাঁদের রয়েছে মহাসম্মান।

*ময়মনসিংহে প্রেস ক্লাবে রবীন্দ্র নজরুল স্মরণ উৎসবে ভাষণ এর অংশে হিসাবে পঠিত।

www.pathagar.com

কবিদের আসর

কবিদের আসর
গীতিময় ছন্দময়
গদ্য এখানে পদ্য হয়ে যায়
কথাগুলো হয় মধুময়।

কবির কলমে
তার নায়িকা চিত্রিত হয়
বিশ্বের সেরা সুন্দরী রূপে
সবচেয়ে রসময়।

নির্যাতিত মানুষ
স্থান করে নেয় কবির কবিতায়
আর্তমানবতার বর্ণনায়
কবিতা হয় বেদনাময়।

কবির আসরে প্রেমের সুবাতাস
হৃদয়ের আকুতি ঘুরে ফিরে আসে
সান্নিধ্য বঞ্চনায়-
প্রেয়সীর অতৃপ্ত হৃদয় আকাশ জুড়ে।

* ময়মনসিংহে সাহিত্য সম্মেলন ২০০২ এ পঠিত।

www.pathagar.com

গ্রীষ্ম

গ্রীষ্ম হ'ল রৌদ্রের তাপদাহ
গলা শুকানো তৃষ্ণা,
বটের ছায়ায়
শ্রান্ত দেহে একটু ঝিমিয়ে নেয়া।

গ্রীষ্ম হ'ল ধান-পাটের কুঁড়ির
জীবন সংগ্রাম,
ধু-ধু মাটি ভেদ করে
আষাঢ়ের অন্নের পয়গাম।

গ্রীষ্ম হ'ল দুপুর বেলা
মায়ের চোখ ফাঁকি দেয়া,
দুরন্ত বালকের
আম-কাঠালের ডালে চড়া।

গ্রীষ্ম হ'ল সন্ধ্যা বেলা
চেয়ার পেতে গল্প করা,
রাতের বেলা ভ্যাপসা গরম
দুরে সরে শুয়ে থাকা।

www.pathagar.com

শীত

শীত হ'ল শির শির হিমেল হাওয়া
সূর্য্যি মামা উঠার আগে
বদ্ধঘরে চুপটি মেরে শুয়ে থাকা।

শীত হ'ল অভিশাপ গরীরেব অঙ্গন
গরম জামা কাপড় পরে-
সামর্থবানরা তাকে করে গভীর আলিঙ্গন।

শীত হ'ল সকাল বেলা
খেজুর রস ও নারকেল দিয়ে
উনুনের পাশে বসে পিঠা খাওয়া।

শীত হ'ল গোলায় ধান তোলা
সব কিছু আনন্দে গুছিয়ে
বাপের বাড়ী বেড়াতে যাওয়া।

শীত হ'ল ভোরবেলা
পুকুর জলে
গোসল করতে ভয় পাওয়া।

শীত হ'ল টানাটানি নিয়ে কাঁথা
রাত নিশীথে-
অবশেষে লতার মত জড়িয়ে থাকা।

www.pathagar.com

ফাল্গুন

মন যেন কাকে চায়,
উড়ো-উড়ো, উদাস-উদাস
শরীরেও শিহরণ,
কি যেন পেতে চায়।

সাজাতে ইচ্ছে করে আপন মনে,
কোকিলের কুহু শব্দ আর
বুলবুলির মন মাতানো গান।
সকলে এখন ব্যস্ত প্রণয়-কুজনে।

অজান্তে রুক্ষতা কেটে গেছে,
সজীব বনরাজি
কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তরণ
নব কচি পল্লব গাছে গাছে।

পলাশ-শিমুল ধরিয়েছে আগুন,
এক অব্যক্ত যাতনা
ফুরফুরে শরীর-মনে
হয়তো এসেছে ফাগুন।

www.pathagar.com

হাতছানি

বই এখন কেউ পড়েনা
জীবন বড়ই জটিল ও যন্ত্রণাময়
কবিতা অনেকে পড়েনা
ম্রিয়মান সুকুমার হৃদয়।

বই এর প্রতি উদাসীন
সীমিত প্রশ্ন আর নকলে আগ্রহী
কোচিং সেন্টারের জমজমাট ব্যবসা
সার্টিফিকেট পাওয়ার যানে আরোহী।

বক্তৃতা-বিবৃতিতে নেশা
নিজে মানার নেই প্রমাণ
অন্যকে অবহেলা
নিজে চায় সম্মান।

ভালরা এখন গুটিয়ে নিয়েছে
নিজ ঘরে বসে হা-পিত্যেশ
সাহস করে এগিয়ে আসেনা
ভয় পায় প্রকাশ্যে দিতে উপদেশ।

গান কিছু লোকে শুনে
এটি ভাল একটা দিক
অর্থহীন গানের সয়লাবে
কিছু লোকে দেয় ধিক্।

তবুও আশা
সাধারণ মানুষ করে যায়
কুয়াশার জাল ছিন্ন হবে
নতুন প্রজন্মকে বলে, এগিয়ে আয়।

www.pathagar.com

বাংলা আমার বাংলা

বাংলা আমার বাংলা
মাতৃভাষা বাংলা।
মা বলো, বাবা বলো
দাদা ডাক, নানা ডাক
সবকিছুতেই বাংলা
মাতৃভাষা বাংলা।

ক-তে কলম, গ-তে গান
ড-তে ডাল, আর ধ-তে ধান
ল-তে লেখা, প-তে পড়া
ব-তে বই আর ছ-তে ছড়া
সব কিছুতেই বাংলা
মাতৃভাষা বাংলা।

'মা, তুমি আদর কর
বাবা তুমি দোয়া কর
আল্লাহ তুমি দয়া কর
ভুল-ত্রুটি মাফ কর'
-সব কিছুতেই বাংলা
মাতৃভাষা বাংলা,
বাংলা আমার বাংলা।

www.pathagar.com

জন্মে আমার বর্ণমালা

ধূলির ধরায় এসে প্রথম
চিৎকার করে বলেছি-
আ! আ! আ! আ!
কয়দিন পর মায়ের আদরে
জবাব দিয়েছি-
অ! আ! অ! আ!

চাচা-ফুফুর স্নেহমায়ায়
হেসে দিয়েছি
ই! ঈ! ই! ঈ!

ব্যথায় কিম্বা মন খারাপে
বলে উঠেছি-
উ! ঊ! ঊ! ঊ!

আপন মনে খেলা করেছি
এ,ঐ,ও,ঔ।

www.pathagar.com

শহীদ স্মরণে

রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার
তোমরা এখন নেই
হাস্না, হেনা, জুই, চামেলী
ভাবছ, অপেক্ষাতেও নেই।

ভেবেছিলে, কেউ কোনদিন
করবেনা আর খোঁজ
সন্ধ্যা বেলা ঘর বাতিতে
কেউ দিবেনা পোজ।

এখন তোমাদের আহলাদ
দেখে ঈর্ষা হয়
প্রেমের ঢালি ফুলের মালা
তোমাদের পদে রয়।

হাস্না, হেনা, জুই, চামেলী
তোমাদের কথা কয়
সেজে-গুজে একুশ সকাল
কনে সেজে রয়।

www.pathagar.com

প্রত্যাশা

ছোট্টমনি সবাই যারা
হবে বড় একদিন,
বড় বড় আবিষ্কার-
করবে তোমরা প্রতিদিন।

হাসেবে সবাই, কাঁদবেনা কেউ
চারিদিকে আনন্দ,
গোমরা মুখে থাকবেনা কেউ
হবে না কেউ মন্দ।

সুইচ টিপ্‌লে খাওয়া আসবে-
কল্পনার সাথে নায়ক
সামনে এসে বলবে তোমায়
হাজির বান্দা এক।

জীবন, জীবিকা, পরিবেশ
গড়বে নিজ হাতে,
ক্ষুধা-দারিদ্র্য দুর হবে
সুখ থাকবে, সকলের সাথে।

* ময়মনসিংহে জিলা স্কুলে বিজ্ঞান মেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পঠিত

www.pathagar.com

একুশ

'বাছা, তুমি কোথায় যাও'
মা বলেন ছেলেকে,
"কাক ডাকা এ শীত সকালে
কোথা যাস্ বাবুরে"?

"কাজ আছে-"
-বাছা বলে, "সব বন্ধুরা মিলে-
'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই'
মিছিল করব শহরে"।

ছোট্ট বোন ময়না বলে
"কেন যাস ঝামেলায়,
গন্ডগোল হলে পরে
বিপদ পড়বে নিজ মাথায়"।

বাবা শুনে দেয় বকুনি
বাছা যায় পালিয়ে
বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সে
যোগ দেয় মিছিলে।

রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই
শ্লোগান হয় মিছিলে
"ঠি-টিস ঠি-টিস"
গুলি লাগে বাছার বুকেতে।

লাশ হয়ে ঘরে ফিরে
সন্ধ্যা বেলায়-
বুকে নিয়ে জাপটে ধরে মা বলে,
"কেন গেলি সকাল বেলায়"!

মা কাঁদে, বাবা কাঁদে
কাঁদে ছোট বোন ময়না
একুশ ভেঙ্গেছে চিরতরে
তাঁদের হৃদয় আয়না।

www.pathagar.com

একুশ ও অতঃপর

পীচ ঢালা কাল রাজপথ
রঞ্জিত থোকা থোকা লাল উষ্ণ রক্তে
মায়ের ভাষার কথা বলার অধিকার নিয়ে
রাজপথ প্রকম্পিত করে
বীরদর্পে এগিয়ে যেতে সম্মুখে
ঢলে পড়ে গেল সালাম, জব্বার, বরকত
বীজ বপন করে গেল স্বাধীনতার আশু প্রভাতের।

সন্তান হারা মায়ের অশ্রু
জল সিঞ্চিত করল লাল পলাশের বীজ তলাতে।
স্বৈরাচারের পাষান বুক কেঁপে উঠে
প্রতিবছর একুশের আগমনে। দুরু দুরু মনে
জপে শুধু, একুশ তুমি সরে যাও
পঞ্জিকার পাতা উলটানো প্রয়োজন
আমাদের কেন ভয় দেখাও।

একুশ চিরায়ত
একুশ স্বৈরাচারের মৃত্যুঘন্টা
একুশ বিদ্রোহী
একুশ স্বাধীনতার রাজ মুকুট।

www.pathagar.com

শহর ময়মনসিংহ

"নাম কি তার ?"
"ময়মনসিং"।
"কেন এ নাম ?"
"পাওয়া যেত মইষের শিং"।

"শহর কেমন ?"
"দেখতে ভাল"
"রাস্তা কেমন ?"
"কিছু খারাপ, কিছু ভাল"।

"যানজট আছে কিনা ?"
"তাতো আছে"
"ধরণ কেমন ?"
"মগবাজার ছাড়িয়ে গেছে"।

"বাস ষ্ট্যান্ড কয়টা আছে ?"
"কুড়ির মত"
"এত কেন ?"
"খুশী তারা পায় যত"।

"শহরটা পরিষ্কার কিনা ?"
"যেতে পার দেখে"
"কেন? তুমিই বল"
"পায়ে ময়লা লাগতে পারে"।

"এলিটস্ আছে"
"ভাগ্য ভালো"
"কেমন তারা ?"
"জ্ঞানের আলো"।

www.pathagar.com

হরিণ চোখ

গাড়ীর হর্ণ বাজে,
তর্জনীটা ঠিক জায়গায় পড়ে
অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে
যেন একটা রুটিন হয়ে গেছে

অসচেতন মনে
ওখানটায় আসলে ব্রেক কষা হয়
টপ গিয়ার থেকে সেকেন্ড গিয়ারে
মাইল মিটার দশ/পাঁচে নেমে আসে।

সামনে থেকে পাশে ঘুরে
চোখ দু'টি সর্তক শিকারীর মত
আরণ্যিক শিকার খুঁজে।

মায়াবী হরিণ চোখ
জানালা দিয়ে কিম্বা দরজার আড়ালে
অথবা কচি ঘাসের সবুজ তটে
দ্যুতি বিচ্ছুরিত করেনা এখন।

দৃষ্টি সামনে চলে যায়
গিয়ার পরিবর্তন হয়
এক্সিলেটরে পা পড়ে
অতীত স্মৃতি হয়ে কথা কয়।।

www.pathagar.com

প্রাণের সঞ্চার

বৃষ্টি হয়েছে
রুক্ষতা কেটে গেছে
সতেজ ছবি উঠছে ভেসে
সন্তান সম্ভবা নারীর মত
প্রকৃতির চেহারা ফুলে গেছে।

হাসি খুশী একটা ভাব
দেখলেই বুঝা যায়
তৃপ্তির স্মিত হাসি
এখন সারা অঙ্গ জুড়ে।

প্রাণের সঞ্চার হয়েছে তাই
নতুন একটা কিছু দেয়ার স্বপ্নে
প্রকৃতি ছট্‌ফট্ করছে
প্রসব করলে প্রাণে বেচে যায়।

www.pathagar.com

স্পষ্ট ভাষণ

সবার প্রতি বন্ধুত্ব
কারো প্রতি শত্রুতা নয়
এ হল আমার নীতি।

কপটতার ধার ধারিনা
ভাল যা বুঝি বলে ফেলি
গেয়ে যাই সাম্যের গীতি।

দুমুখো নীতি আসলেই ভাল লাগে না
ব্লেকমেইলারদের অপছন্দ করি
আমার সামনে সুবিধাবাদের ঘটে ইতি।

সোনালী স্বপ্নগুলোকে এগুতে দেই
বাধার বিন্ধ্যাচল রুখতে পারেনা তা
ম্রিয়মান সবাই সম্মুখে।

সুবিধাবাদের অনেক প্রত্যাশা
হুমড়ী খেয়ে নিঃশেষ হয়
জ্বলতে থাকে রোষে-দুঃখে।

বিষোদগার কখন হয়
ষ্টলে বা ঘরের কোণে
বির বির করে বলে মনের সুখে।

অবচেতন মনে সত্যটা মেনে নেয়
ভিত্তি খুঁজে না পেয়ে-
গভীর দৃষ্টিতে আমার সরল চোখে।

www.pathagar.com

এগিয়ে চল

তোমরা পেরেশান হয়োনা
সাময়িক বাধার বিন্ধ্যাচলে,
হিমাদ্রির মত সেতো নয়
নয় অন্তহীন বিক্ষুব্ধ মহাসাগর
সব বাঁধা চলে যাবে একদিন অস্তাচলে।

পরের ভ্রুকুটি, নিন্দাবাদ, অর্থাভাব
দৃঢ়চেতাদের পারেনি রুখতে,
তিল তিল করে জমিয়েছে তারা স্বপ্ন
এগিয়ে নিয়েছে সিঁড়ির পর সিড়ি বেয়ে
সব প্রশংসার মালা কুঁড়িয়ে নিয়েছে গলেতে।

www.pathagar.com

একজন মানুষ চাই

এমন একজন মানুষ চাই
কপটতা যার নাই
মুখে এক কাজে ভিন্ন
বহুরূপীর নাই চিহ্ন।
রেখে ঢেকে চলে না
ভাওতাবাজি করেনা
ছলনা নাই যার
মন বড়ই উদার।

ক্ষমতার কাছে রয়
অসময়ে সরে যায়
টাকা থাকলে কাছে ঘুরে
অর্থাভাবে সরে দুরে।
উৎসবে তালি বাজায়
শোকে তাকে না দেখা যায়
হরদম ধরে শত বায়না
এমন মানুষ আমি কখনও চাইনা ॥

www.pathagar.com

জাফর আহমেদ চৌধুরী

জাফর আহমেদ চৌধুরীর জন্ম ১৯৫৪ সালে। কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার আলকরা গ্রামে। ছাত্রজীবনে কৃতিত্বের অধিকারী জনাব চৌধুরী লেখাপড়ার বাইরে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ওতপ্রতোভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৬৮ সনে তিনি গুণবতী হাইস্কুলের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র সংসদের যথাক্রমে সহকারী সাধারণ সম্পাদক, সাহিত্য সম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেটিং সোসাইটির তিনি ছিলেন সক্রিয় সদস্য। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সাহিত্য সপ্তাহে ১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৭৪-৭৫ সালে তিনি যথাক্রমে রানার্সআপ এবং চ্যাম্পিয়ন হন। ১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৯০ সালে নেদারল্যান্ডের হেগ এর ইনষ্টিটিউট অফ সোসাল ষ্ট্যাডিজ থেকে অর্থনীতিতে ডিষ্টিংশনসহ মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন।

ছাত্রজীবনে ও কর্মজীবনে তিনি অনেক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা রচনা করেন। দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা লিখলেও গ্রন্থ হিসেবে তা এ বইয়ের আগে কখনও প্রকাশ করা হয়নি।

তাঁর 'প্রাইভেটাইজেশন ইন বাংলাদেশ' নামক বইটি ১৯৯০ সালে হেগের ইনষ্টিটিউট অফ সোস্যাল স্টাডিজ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদের ভবিষ্যৎ ভূমিকা' (১৯৯৪), 'ভোটার রেজিষ্ট্রেশন এণ্ড আইডেনটিটি কার্ডস ইন সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ' (১৯৯৭), 'ফুড সেফটি ইন সাউথ এশিয়া' (২০০০), 'ইলেকশন কোডস অফ কন্ডাক্ট ইন সাউথ এশিয়া' (২০০১), ও 'জেন্ডার মেইন ষ্ট্রিমিং ইন হেলথ' (২০০১)।

বর্তমানে তিনি ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক। পেশাগত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি লিখার কিছু অভ্যাস রেখেছেন। তাঁর রচিত 'সুন্দরের জন্য' কাব্য গ্রন্থটি তাঁর সাহিত্য সাধনার একটি উজ্জ্বল ফসল।